مسك الختام في ختم النبوة على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم

ختم نبوّت

খতমে নবুওয়াত

রচনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি রহ.

সাবেক শাইখুত তাফসির, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত।

অনুবাদ

মাওলানা সাদ আবদুল্লাহ মামুন

শিক্ষক, জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম

মুসলিম বাজার, মিরপুর ১২ ঢাকা

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

শোকরনামা

বিশ্বজুড়ে কাদিয়ানিদের বিস্তার নতুন করে বলার কি! সম্প্রতি ওদের অপতৎপরতার চিত্র আরও ভয়ানক। সাধারণ মানুষকে দীনের নামে গোমরাহ করেই চলছে। যে কারণে শুরু থেকেই ওরা দুশমনদের সীমাহীন মদদ ও আশকারা পেয়ে আসছে।

বাতিলের মোকাবেলায় আহলে হক কখনো বসে থাকেনি। ভ্রান্ত-কাদিয়ানিদের প্রতিরোধেও রয়েছে আমাদের আকাবিরগণের নানামুখি অবদান। তেমনি একটি সুন্দর প্রচেষ্টা—*খতমে নবুয়ত*। শাইখুত তাফসির হযরত মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি রহ.-এর অমর রচনা। প্রতারক কাদিয়ানিদের মিথ্যাচারের জবাবে একটি অনন্য কিতাব। যার উপস্থাপন বিন্যাসও আনকোরা।

আমাদের উসতাযে মুহতারাম, দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের সাবেক মুহাদ্দিস, হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ কাসেমী দা. বা.-এর কথা সবিশেষ মনে পড়ে। হযরত দরসে কাদিয়ানি বেদাতি শিয়া বেরলভিসহ বাতিল ফেরকাগুলো সম্পর্কে সমৃদ্ধ আলোচনা করতেন। বিশেষ করে কাদিয়ানি ফেতনা প্রতিরোধে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.-এর প্রচেষ্টার কথা যখন আবেগ-মথিত কণ্ঠে শুরু করতেন; তখন স্থির থাকতে পারা কঠিন ধৈর্যের বিষয়ে পরিগণিত হতো।

খতমে নবুয়ত বিষয়ে হযরত একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। যা অনূদিতগ্রন্থের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

কিতাবটি প্রকাশ করছে রুচিশীল প্রকাশনী রাহনুমা। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহর দরবারে মিনতি—আমাদের কবুল ও মাকবুল করুন!

সাদ আবদুল্লাহ মামুন

হযরত মাওলানা জাফর আহমাদ কাসেমী দা.বা.

[দারুল উলুম ওয়াকফ দেওবন্দের সাবেক উসতাযুল হাদীস ওয়াত তাফসির; ঢাকা বারিধারার মাদরাসা মুঈনুল ইসলাম এবং কেরানিগঞ্জ রসুলপুর মাদরাসার শাইখুল হাদীস-এর]

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء و خاتم المرسلين سيدنا و نبينا محمد بن عبد الله و على آله و صحابته أجمعين و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين.

নিঃসন্দেহে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, খতমে নবুয়তের আকীদা ইসলামের এমন একটি বুনিয়াদি আকীদা, যেটিকে বিশ্বাস করা ছাড়া কাউকে না-মুসলমান বলা যেতে পারে; না-ইসলামের গণ্ডিতে তার টিকে থাকার ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ থাকতে পারে। খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করা এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের পরে কেউ নবুয়ত ও ওহীর ধারক-বাহক হতে পারে—এমন বিশ্বাসপোষণ করা পরিষ্কার কুফুরি।

খতমে নবুয়তের বিষয়টি কোরআনের পরিষ্কার আয়াত, মুতাওয়াতির-অকাট্যভাবে প্রমাণিত হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। এটিকে অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ইজমা-ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুয়তের দাবিদার—ওয়াজিবুল কতল—

আবশ্যকীয় হত্যাযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবী আছে, এমন ধারণা পোষণকারী মুরতাদ। ইসলামের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত।

উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মধ্যে নবুয়তের প্রথম দাবিদার আসওয়াদ আনাসি। যে ছিল বড় চতুর ও চক্রান্তবাজ। নাজরান ও ইয়ামানের কিছু গোত্র নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। লোকদের ভক্তি-বিশ্বাস দেখে আসওয়াদ আনাসি শেষে নবুয়তের দাবি করে বসে। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসওয়াদ আনাসির বিষয়টা জানতে পেরে ইয়ামানের মুসলমানদের কাছে পত্রমারফত হুকুম পাঠান : যে কোনো কৌশলে হোক, এ ফেতনা সূচনাতেই দাফন করে দাও।

হযরত ইবনুল আসির জাযারি (৬০৬ হি.) রহ. লিখেছেন, ইয়ামানের গভর্নর হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাযি. এক বিবাহ মজলিসে ইয়ামানের মুসলমানদের সমবেত করেন। তিনি ধড়িবাজ আসওয়াদ আনাসির ব্যাপারে নবীজির ফরমান তাদের জানিয়ে দেন। মুসলমানগণ এটি শুনে খুশি হন। প্রিয় নবীর হুকুম পালনে তারা কয়েক দিনের মধ্যেই ফেতনাবাজ আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। নবীজিকে এ সুসংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তখনই একজন দূত মদীনাতুর-রাসূলের দিকে রওনা হন। দূত পৌঁছার আগেই আল্লাহ তাআলা নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ জানিয়ে দেন। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে এ খোশ খবর শোনান :

قتل العنسى البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين، قيل : ومن هو؟ قال : فيروز، فاز فيروز !

গত রাতে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করা হয়েছে। রাজপরিবারের এক দুঃসাহসী যুবক তাকে হত্যা করেছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, কে সেই যুবক? নবীজি বললেন, ফিরোজ দাইলামি। সে সফল হয়েছে।[১]

১. *আল-কামিল ফিত তারিখ* : ১/৩৬৫

এটি ছিল নবীজির পবিত্র হায়াতের শেষ সময়। ইয়ামানের সুসংবাদবাহী দূত মদীনায় পৌঁছার আগের দিন তিনি ইনতেকাল করেন। ইসলামের ইতিহাসে খতমে নবুয়তের ইজমায়ি-আকীদার প্রকাশ এভাবেই চলে এসেছে। যখনই যেখানে নবুয়তের দাবিদার কোনো প্রতারক দাঁড়িয়েছে, তখনই তাকে দাফন করে দেওয়া হয়েছে। এটিই খতমে নবুয়ত আকীদার কার্যগত প্রমাণ। যার ধারাবাহিকতা ইসলামের প্রতিটি যুগে অব্যাহত ছিল।

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর যুগে মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে সাতশ হাফেযে কোরআন শহীদ হন। যারা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আহলে কোরআন নামে পরিচিত ছিলেন। খতমে নবুয়তের আকীদা হেফাযতের জন্যই সবচেয়ে বেশি সাহাবী শহীদ হয়েছেন। এ বুনিয়াদি-আকীদাকে মজবুত করার জন্য আসহাবে রাসূল নিজেদের রক্তের কোরবানি পেশ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র রক্ত দ্বারা খতমে নবুয়তের বাগিচা সিক্ত ও সিঞ্চিত করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার হেকমতে বালেগা ও গভীর রহস্য রয়েছে। তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে আসওয়াদ আনাসি ও মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের ফেতনা নির্মূল করিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে লোকই নবুয়তের দাবি করবে, উম্মতে মুসলিমা ও আশেকানে রাসূল তার সঙ্গে কী আচরণ করবে!

ইমামুল আছর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বলেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে যে প্রতারকই নবুয়তের দাবি করেছে, প্রত্যেক যুগের মুসলিম শাসকরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

সুবহুল আ'শা (*صبح الأعشى*) কিতাবে আছে। ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার ভিত্তিতে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবি রহ. এক কবিকে

মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন—রাসূলের নবুয়তের ব্যাপারে অবিশ্বাস ও মিথ্যাচার রটানোর অপরাধে। তার কবিতাটি ছিল :

وكان مبدأ هذا الدين من رجل ... سعى فأصبح يدعى سيد الأمم

এই দীন-ইসলাম এক ব্যক্তির চেষ্টায় উদ্ভব। সে চেষ্টা করে সফল বনে গেছে। আর তাই লোকেরা তাকে উম্মতের সরদার ও নেতা বলতে শুরু করেছে।[১]

কবি নামের এই ভ্রষ্টের দাবি—নবুয়ত কাসবি। অর্জন করে নেওয়ার মতো জিনিস। সাধনা দ্বারা হাসিল করার মতো বিষয়। অথচ নবুয়ত কখনোই অর্জন করার বিষয় নয়। এটি বরং কেবলই মহান আল্লাহর দান।

দখলদার ইংরেজরা অবিভক্ত ভারতে মুসলামানদের ওপর সীমাহীন জুলুম করেছে। তার পরেও তারা মুসলমানদের অন্তর থেকে ইসলামকে মিটাতে পারেনি। শেষে তারা একটা কমিশন গঠন করে। যারা পুরো ভারতের ওপর জরিপ চালিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে রিপোর্ট পেশ করে : মুসলমানদের অন্তর থেকে দীনি ও সংগ্রামী চেতনা মিটাতে হলে এমন কাউকে নবী সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, যে ঘোষণা দেবে—'জিহাদ করা হারাম এবং ইংরেজদের যাবতীয় নির্দেশের আনুগত্য করা ফরয।'

গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তখন শিয়ালকোট ডিসি অফিসের সাধারণ এক কর্মচারী। ইংরেজরা তাদের বদমাইশি চাল বাজিমাত করার জন্য গোলাম আহমদকে নবী সাজিয়ে প্রচার করতে থাকে। প্রশ্ন হতে পারে, প্রতারক-বৃটিশদের নির্বাচনি-দৃষ্টি একটা সাধারণ কর্মচারীর ওপর পড়েছে কেন! এ কিচ্ছার দাস্তান বহুত লম্বা।

মিথ্যা নবী বানানোর দ্বারা বৃটিশদের মতলব, ইসলামের বুনিয়াদি বিশ্বাস খতমে নবুয়তের আকীদাকে নড়বড়ে করে দেওয়া। ইসলামের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া।

এ সময় অবিভক্ত ভারত ইসলামী শাসনের ছায়া থেকে মাহরুম ছিল। নয়তো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির পরিণাম আসওয়াদ আনাসি ও

১. *সুবহুল আ'শা* : ৫/২৮৮

মুসাইলামাতুল কাজ্জাবদের চেয়ে বিপরীত হতো না মোটেও। ভারতে তখন ওলামায়ে কেরাম দীনি বাহাছ ও মুনাযারা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারতেন না। শুরু থেকেই প্রতারক বৃটিশরা কাদিয়ানি ফেতনাকে সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থেকেছে। এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে **عليه** (**عليه ما**-তার উপর অবিরাম লানত বর্ষিত হোক) লাগামহীন মতলবি সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নবুয়ত দাবি করার আগেই সাইয়েদুত তয়েফা কুতুবে আলম হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহ. ঈমানি নূর ও আল্লাহপ্রদত্ত দূরদৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যৎবাণী করেন, পাঞ্জাবে একটা বড় ফেতনা সংঘটিত হবে।

পাঞ্জাবের মাশায়েখে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে বড় রুহানি শাখছিয়াত হযরত মাওলানা পীর মেহের আলী শাহ রহ. ১৮৯০ সালে হজের জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। তিনি মনে মনে নিয়ত করেন, হজ শেষে রাসূলের শহর মদীনায় থেকে যাবেন। তখন হাজী সাহেব রহ. তাকে নিজের কাশফের কথা শুনিয়ে বলেন, আপনার এলাকায় (পাঞ্জাবে) একটা বড় ফেতনা সংঘটিত হবে। ওটার প্রতিরোধ আপনার সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আপনি যদি এলাকায় খামুশ বসে থাকেন, তা হলেও এলাকার ওলামায়ে কেরাম এ ফেতনার বিষ থেকে নিরাপদ থাকবেন। সাধারণ মুসলমানরা এ ফেতনার আগ্রাসন থেকে বেঁচে যাবে।

পীর মেহের আলী রহ. শায়েখে কামেল হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর এ অমূল্য নসিহত শোনার পর দীন হেফাযতের খাতিরে মদীনায় অবস্থান করা মূলতবি করে দেশেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আল্লাহ তাআলা পীর মেহের আলীকে এ ফেতনা প্রতিরোধের জন্য কবুল করেন। পীর সাহেব রহ. জবান কলম ও রুহানি শক্তি দ্বারা কাদিয়ানি ফেতনাকে তুমুলভাবে প্রতিহত করতে থাকেন। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির কিতাব *এজাজুল মাসিহ* এবং তার অনুসারী মুহাম্মদ হাসান আমরুহির কিতাব *শামছে বাজেগার* অপলাপ ও মিথ্যাচার খণ্ডন

করে পীর মেহের আলী একটি লা-জবাব কিতাব লেখেন—*সাইফে চিশতিয়ায়ি*।

পীর মেহের আলী রহ. একবার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির সঙ্গে লাহোরে বাহাছের জন্য তারিখ নির্ধারণ করেন। নির্দিষ্ট তারিখে পীর সাহেব রহ. ৫০ জন আলেমকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াদাকৃত স্থানে তাশরিফ আনেন। কিন্তু অভিশপ্ত মির্জা কাদিয়ানি—প্রতিপক্ষের লোকেরা তাকে হত্যা করে ফেলবে এমন—মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে নির্ধারিত সময় বিতর্কসভায় হাজির হয়নি। মির্জার এমন ধোঁকাবাজির কারণে কিছু কাদিয়ানি তখনই তওবা করে ইসলামে ফিরে আসে। কিছু কাদিয়ানি নিরাশ হয়ে মির্জা থেকে দূরে সরে পড়ে।

একবার কাদিয়ানিদের একটা দল ইমামে তরিকত পীর মেহের আলী শাহ রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলল, আপনি মির্জা সাহেবের সঙ্গে মুবাহালা (পারস্পরিক ধ্বংসের অভিশাপ বর্ষণ) করুন। একজন অন্ধ ও লেংড়ার ব্যাপারে মির্জা সাহেব দুআ করবেন। আরেকজন অন্ধ ও লেংড়ার ব্যাপারে আপনি দুআ করবেন। যার দুআয় অন্ধ ও লেংড়া ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে, তিনিই সত্য-সঠিক বলে প্রমাণিত হবেন। এমনিভাবে হক-বাতিলের ফয়সালাও হয়ে যাবে।

পীর মেহের আলী রহ. জবাব দিলেন, এ তো সামান্য বিষয়। যদি মৃতকে জীবত করতে চাও; তা হলেও আসো। আমি প্রস্তুত।

হযরতের এমন ঈমানদীপ্ত জবাব শুনে কাদিয়ানি দল মরার মতো ফিরে যায়। মির্জা ও তার অনুসারীরা পীরসাহেব রহ.-এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তো দূরের কথা; পরে আর তাদের হদিসই পাওয়া যায়নি।

শঠ-ইংরেজদের ছত্রছায়ায় যখন মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির তৎপরতা বাড়তে থাকে তখন পীর মেহের আলী রহ. এলহামপ্রাপ্ত বুযুর্গির প্রকাশ ঘটিয়ে মির্জা কাদিয়ানিকে দু'টি রুহানি চ্যালেঞ্জ করেন :

এক. সবার সামনে কাগজের ওপর কলম ছেড়ে দেব। সত্যপক্ষীয় কলম নিজে নিজেই কাগজের ওপর চলতে থাকবে এবং তাফসিরে কোরআন লিখে দেবে।

দুই. একটা তারিখ নির্দিষ্ট করে দিল্লির শাহি মসজিদে আসো। আমরা দু'জনেই তার মিনারে চড়ব। তার পর সেখান থেকে লাফ দেব। যে সত্যবাদী সে বেঁচে যাবে। যে মিথ্যাবাদী সে মরে যাবে।

হযরতের এই চ্যালেঞ্জের জবাবেও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মরার মতো নিশ্চুপ মেরে ছিল। কোনো জবাবই দিতে পারেনি।

হযরত মাওলানা পীর মেহের আলী রহ. অভিশপ্ত কাদিয়ানির বিরুদ্ধে বহু দীনি খেদমত আনজাম দেন। যে ব্যাপারে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহ. আল্লাহপ্রদত্ত নূরে ফেরাসাত ও বাসিরাত দ্বারা এসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার আগেই পীর মেহের আলী রহ.কে আভাস দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ প্রবাদ :

قلندر آنچہ گوید دیدہ گوید

খতমে নবুয়তের মাসয়ালা কোনো দলীয় বিষয় নয়। নয় গোষ্ঠীয় কোনো বিষয়। এটি পুরো উম্মতের বিষয়। খতমে নবুয়তের আকীদা সুসংহত রাখার জন্য সামগ্রিক চেষ্টা-ফিকির করা, এ বিষয়ে বড় থেকে বড় ধরনের মেহনত অব্যাহত রাখা সব মুসলমানের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের জরুরি। এটি রাহমাতুললিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভের জরিয়াও বটে।

ইয়াছুবুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা সাইয়েদ ইউসুফ বানুরি রহ. বলেন, উম্মতের যেসব আকাবির কাদিয়ানি ফেতনা নির্মূলে মুজাহাদা করে গেছেন, তাদের শীর্ষে ইমামুল আছর আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ.।

দারুল উলুম দেওবন্দের মারকাযি ও দীনি চেষ্টা হযরত কাশ্মিরি রহ.-এর সঙ্গে এই 'শাজারায়ে খবিছা-অভিশপ্ত ফেতনার' শিকড় উৎপাটনে সংগ্রামরত ছিল। কাদিয়ানি ফেতনাকে চিরতরে নাস্তানাবুদ করার জন্য আকাবিরে দেওবন্দের চেষ্টা-ফিকির সব সময় অব্যাহত ছিল।

হযরত কাশ্মিরি রহ. কাদিয়ানিদের শয়তানি প্ররোচনাকে চিহ্নিত করে এটাকে যেভাবে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন, ইসলামী বিশ্বে এমন নজির বিরল। এ বিষয়ে হযরত নিজে গভীর উলূম ও হাকায়েকে ভরপুর অত্যন্ত মূল্যবান কয়েকটি কিতাব সংকলন করেছেন। নিজের ছাত্রদের মধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের মুদাররিসগণকে দিয়ে একাধিক কিতাব লিখিয়েছেন। সেগুলোতে নিজে পূর্ণ নেগরানি ও সহযোগিতা করেছেন।

হযরতুল আল্লাম মুহাদ্দিসে কাবীর মাওলানা ইদরিস কান্ধলভি রহ. হযরত কাশ্মিরি রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ। তিনি অভিশপ্ত কাদিয়ানিদের প্রতিরোধে *খতমে নবুয়ত* নামে একটি কিতাব লিখেছেন। কিতাবটি আকারে যদিও সংক্ষিপ্ত; কিন্তু দলিল-প্রমাণের বিবেচনায় বড়ই ওজনদার।

প্রিয় মাওলানা সাদ উল্লিখিত রিসালাটি বাংলায় তরজমা করেছে। নওজোয়ান এ আলেমের ব্যাপারে আমার ভরপুর প্রত্যাশা—তরজমার হক আদায় করে থাকবে। দিল থেকে দুআ করি, সাদ-এর সায়াদাতি ও সৌভাগ্যের। আল্লাহ তাআলা আপন দরবারে তাকে কবুল করুন। কিতাবটিকে তার জন্য দোজাহানের সৌভাগ্যের উসিলা বানান। এবং হযরত কাশ্মিরি ও হযরত কান্ধলভি রহ.-এর মাকবুল শাফায়াত লাভের জরিয়া বানান। আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যতে তাকে দিয়ে আসলাফ ও আকাবিরের আরও কিতাবাদি বাংলায় তরজমা করিয়ে তাকে খতমে নবুয়তের সিপাহি বানান। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

জাফর আহমাদ কাসেমী
খাদেম; হাদীসুন নববী
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]
বারিধারা, ঢাকা।

লেখক পরিচিতি

শাইখুত তাফসির হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি রহ.। ১৯০০ সালে ভারতের মুযাফফর নগরের কান্ধালায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৬ জুলাই ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে ইনতেকাল করেন। প্রাথমিক শিক্ষা থানাভবনের আশরাফিয়া খানকায়। উচ্চ শিক্ষা অর্জন মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর। শিক্ষা সমাপ্তি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে। তাঁর বরেণ্য আসাতিযায়ে কেরাম : আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানি, মুফতী আযিযুর রহমান উসমানি, মাওলানা মুহাম্মদ রসুল খান হাযারভি রহ.।

হযরত ইদরিস কান্ধলভি রহ. তাযকিয়া ও তাসাউফের তালীম গ্রহণ করেন আল্লামা কাশ্মিরি ও হযরত থানভি রহ. থেকে। হযরত কান্ধলভি রহ. বিভিন্ন সময় দিল্লির আমিনিয়া, দারুল উলূম দেওবন্দ, হায়দারাবাদ, জামিয়া আব্বাসিয়া ভাওলপুর এবং লাহোরের জামিয়া আশরাফিয়ায় তাঁর ইলমের ঝরনা বিতরণ ও প্রবাহিত করেন।

হযরত কান্ধলভি রহ. বিভিন্ন বিষয়ে ২৫টির মতো গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করে তাঁর স্মৃতিস্মারক হিসেবে রেখে গেছেন। তাঁর বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি হলো : *মায়ারেফুল কোরআন* ৫ খণ্ড, *সিরাতে মোস্তফা* ৩ খণ্ড, *আত-তালিকুস ছবিহ লিশরহি মিশকাতিল মাসাবিহ* ৮ খণ্ড, *তুহফাতুল কারি বিহল্লি মুশকিলাতিল বুখারী* ২০ খণ্ড, *আল-কালামুল মাওসুক ফি তাহকিকী আন্নাল কুরআনা কালামুল্লাহ*

গায়রা মাখলুক, কালিমাতুল্লাহি ফি হায়াতি রুহিল্লা, মিসকুল খিতাম ফি খতমি নবুওয়্যাতি সাইয়েদিল আনাম সা., ইসলাম আওর মির্যায়িয়াত কা উসুলি ইখতিলাফ, আল-কাওলুল মুহকাম ফি নুযুলি ঈসা ইবনে মারইয়াম আ., দাওয়ায়ে মির্যা, ইসলাম আওর নাসরানিয়াত, আরবী শরহে মাকামাত।

লেখকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و العاقبة للمتقين و الصلاة والسلام على سيدنا و مولانا و شفيعنا و حبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه و أزواجه و ذرياته أجمعين و علينا معهم يا أرحم الراحمين.

আমি অধম অযোগ্য গুনাহগার মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি (كان الله له و كان هو لله -আল্লাহ যেন তার হয়ে যান এবং সে-ও যেন আল্লাহর হয়ে যায়। আমীন) মুসলমানদের খেদমতে আরজ করছি, খতমে নবুয়তের আকীদা ওই সকল ইজমায়ি-ঐকমত্য আকীদা ও বিশ্বাস; যা ইসলামের বুনিয়াদ এবং দীনের আবশ্যক বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত ও চূড়ান্ত। নবুয়তের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমান এ কথার ওপর ঈমান ও বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন– হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই খাতামুন নাবিয়্যিন। সর্বশেষ নবী।

খতমে নবুয়ত অর্থ—হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। তাঁর পরে কোনো নবী নেই। এটি কোরআন মাজিদের স্পষ্ট আয়াত, মুতাওয়াতির-নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারী কাফের। এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য নয়।

উম্মতে মুহাম্মদির মধ্যে প্রথম ইজমা হয়েছে খতমে নবুয়তের আকীদার ওপর। এ বিষয়ে আলেম ও ফকিহগণের অভিমত—নবুয়তের দাবিদার হত্যাযোগ্য।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতের শেষদিকে মুসাইলামাতুল কাযযাব নবুয়তের দাবি করে বসে। সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর রাযি. খেলাফত লাভের পর প্রথম কাজটি করেছেন, নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার প্রতারক মুসাইলামাতুল কাযযাবকে হত্যা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার দৃঢ় প্রত্যয়। এ জন্য তিনি সাইফুল্লাহ-আল্লাহর তরবারি উপাধি-খ্যাত হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কেরামের একটি বাহিনী পাঠিয়ে দেন। এ ব্যাপারে না কেউ সংশয় করেছে, আর না কেউ এ প্রশ্ন করেছে– মুসাইলামা কোন ধরনের নবুয়তের দাবি করে? আলাদা নবুয়তের দাবি করে; না যিল্লি-ছায়া নবুয়তের দাবি করে? আর না কেউ মুসাইলামার কাছে তার নবুয়তের ব্যাপারে দলিল তলব করেছে। না কেউ তার প্রমাণাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস ও যাচাই করেছে। না কেউ তার কাছে তার নবুয়তের ব্যাপারে কোনো মোজেযা ও আশ্চর্যজনক কিছু দেখানোর কথা বলেছে।

সাহাবায়ে কেরামের লশকর মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইয়ামামার উদ্দেশে রওনা করেন। এ যুদ্ধে মুসাইলামা-বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ হাজার! যারা ছিল অস্ত্রসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত। ওদের মধ্যে ২৮ হাজার সৈন্য যুদ্ধের ময়দানেই মারা গেছে। ভণ্ড প্রতারক মুসাইলামাও এ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। বাকি সৈন্যরা হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করেছে। মুসলমানগণ বিজয়ী হয়েছেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযি. বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে এসেছেন।

এখানে ভেবে দেখার মতো একটি বিষয় রয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. খেলাফত লাভের প্রথম দিককার নাযুক ও সঙ্কটময় সময়ে মুসাইলামাতুল কাযযাবের মোকাবেলা করাকে ইহুদি নাসারা ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নবুয়তের মিথ্যা-দাবিদার ও তার অনুসারীদের মোকাবেলা করাকে অন্যসব বিষয়ের চেয়ে অগ্রবর্তী ও অগ্রগণ্য দরকারি বিষয় মনে করেছেন। এর থেকে বুঝা যায়, নবুয়তের দাবিদার এবং তার অনুসারীদের ধর্মহীনতা ইহুদি নাসারা ও মুশরিকদের কুফর থেকে ভয়ানক। সাধারণভাবে কাফেরদের সঙ্গে সন্ধি

হতে পারে। তাদের থেকে জিযিয়া ও ট্যাক্স কবুল করা যেতে পারে। কিন্তু নবুয়তের দাবিদারদের সঙ্গে না কোনো সন্ধি হতে পারে; না তাদের থেকে কোনো জিযিয়া ও খাজনা কবুল করা যেতে পারে।

ওই সময় যদি আজকালকার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী টাইপের লোক থাকত, তা হলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.কে পরামর্শ দিত, 'পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা মোনাসেব হবে না। বরং মুসাইলামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে ইহুদি ও নাসারাদের মোকাবেলা করা উচিত!'

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. বলতেন : 'মুসাইলামাতুল কাযযাব ও মুসাইলামাতুল পাঞ্জাব (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি)-এর ধর্মহীনতা ফেরাউনের কুফুরি থেকেও বড়। ফেরাউন খোদায়ী দাবিদার ছিল। তার দাবির মধ্যে কোনো সংশয় ও অস্পষ্টতার মিশ্রণ ছিল না। সামান্য আকলমন্দ মানুষও বুঝতে পারে, 'যে ব্যক্তি খায় ও পান করে, ঘুমায় ও জাগে এবং মানবোচিত কাজে লিপ্ত হয়, সে কী করে খোদা হয়!'

মুসাইলামাতুল কাযযাব নবুয়তের দাবিদার ছিল। আর আমবিয়ায়ে কেরাম-নবীগণ মানুষ ছিলেন। নবীগণ ও মুসাইলামা বাহ্যিকভাবে মানুষ হওয়ার বিবেচনায় সত্যনবী ও মিথ্যানবীর মধ্যে জটিলতা ও সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই নবুয়তের দাবিদারের ফেতনা, ফেরাউনের 'খোদা' দাবি করার ফেতনা থেকে জটিল ও ভয়ানক বিষয়।

ইসলামের শুরু থেকে সব যুগের মুসলিম শাসকদের রীতি ছিল, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর যেই মিথ্যুক প্রতারক ও ভণ্ড যখনই নবী হওয়ার দাবি করত, ঈমানদার শাসকরা সেই পাপিষ্ঠের মাথা গরদান থেকে আলাদা করে দিতেন।

ওলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমানগণ কাদিয়ানি ফেতনার জীবাণু নির্জীব ও নির্মূলে যে পরিমাণ কোরবানি সম্ভব, সেটি করার মধ্যে কোনো খামতি রাখেননি। সিদ্দীকে আকবার আবু বকর রাযি.-এর মতো নবুয়তের দাবিদারের বিরুদ্ধে তরবারির জিহাদ করা তো মুসলিম শাসকগণের কাজ। জবান ও কলমের জিহাদ এটি ওলামায়ে কেরামের

কাজ। আলহামদুলিল্লাহ! ওলামায়ে কেরাম এ জিহাদে কোনো কমি-কোতাহি করেননি। অলসতা-উদাসীনতা দেখাননি। বয়ান ও বক্তৃতায়, বিবৃতি ও আলোচনায়, বলা ও লেখায় ওলামায়ে কেরাম নবুয়তের দাবিদার প্রতারকদের মোকাবেলা করে আসছেন।

মুসলমানদের এখন দিলি-তামান্না ও আরজু, তাদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা, হে আল্লাহ, আমাদের এমন একজন আমীর দান করুন; যিনি আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মতো দৃঢ়তা নিয়ে কাদিয়ানি ফেতনাসহ সব ধরনের ভ্রষ্টতা থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করবেন। সব ধরনের ফেতনা ও ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদের হেফাযত করবেন।

কোনো মুসলিম শাসক এ সুন্নতকে জিন্দা করার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে এসেই দেখুক। ইনশাআল্লাহ! হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর মতো দুনিয়াতেই তিনি নিজ চোখে দেখবেন, মুসলমানদের ভক্তি ও ভালোবাসা, সম্মান ও মর্যাদা কীভাবে তাঁর জন্য নিবেদিত হয়। আখেরাতের মরতবা ও মর্যাদার কথা আলাদা। সেটি তো মানুষের ধারণার বাইরে। কল্পনার ঊর্ধ্বে।

খতমে নবুয়ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত অনেক কিতাব লিখেছেন। সবচেয়ে বিশদ বিস্তারিত পূর্ণাঙ্গ ও চমৎকার বিন্যাসে কিতাব লিখেছেন প্রিয় ও সম্মানিত বন্ধু মুফতী মুহাম্মদ শফী (সাবেক মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ। প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলূম করাচি)। এ বিষয়ে তাঁর লেখা কিতাবটি ৩ খণ্ডের। প্রথম খণ্ড হলো কোরআন মাজিদে খতমে নবুয়ত। দ্বিতীয় খণ্ড হাদীস শরীফে খতমে নবুয়ত। তৃতীয় খণ্ড সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও আসলাফ-আকাবিরের আলোচনায় খতমে নবুয়ত। মুসলমানদের কাছে আমার আরজ, একবারের জন্য হলেও তাঁর এ কিতাবটি দেখবেন। পড়বেন। যা নেহায়েতই মুফীদ। বড়ই উপকারী একটি কিতাব।

বলতে গেলে সব কাল ও যুগের ওলামায়ে কেরামের রীতি ছিল, একই বিষয়ের ওপর একাধিক জন নিজ নিজ ইলম ও ভাবনা মোতাবেক কিতাব রচনা ও সংকলন করা। প্রত্যেকেই আল্লাহ পাকের দরবারে আজর ও

সওয়াবের আশা পোষণ করতেন। হযরতে ওলামায়ে কেরাম যদি কোরআন মাজিদের তাফসির, মুতুনে হাদীস ও হাদীসের শরাহের ওপর একটি উড়ন্ত দৃষ্টি বুলান তা হলে এ কবিতাটি মনে পড়বে :

عباراتنا شتى و حسنك واحد

وكل الى ذاك الجمال يشير

আমাদের শব্দ-ভাষা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তোমার শোভা-সৌন্দর্য তো অভিন্নই

তাই সব ভাষা ও শব্দই তোমার শোভা-সৌন্দর্যের দিকে ইশারা করে।

এ ছাড়া প্রবাদ আছে :

ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است

প্রতিটি ফুলের ঘ্রাণ ও রং এবং সুবাস ও সৌন্দর্য আলাদা।

এ জন্য আমি অধমের বাসনা, মুসলমানদের যে জামাত নবুয়তের দাবিদার এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে জবান ও কলমের জিহাদে শামিল রয়েছেন, এই নাচিয-অধমের কলমও সেই জামাতের সঙ্গে এ ময়দানে শরীক থাকুক। মুজাহিদগণের সঙ্গে থাকার দ্বারা খায়ের ও বরকত নসীব হয়। রহমত ও কল্যাণ লাভের কারণ ও উপলক্ষ হয়। বিশেষ করে এ অধম মুহতারাম পিতার দিক থেকে সিদ্দীকি এবং সম্মানিতা মায়ের দিক থেকে ফারুকি। বংশীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভাবনা খতমে নবুয়ত বিষয়ে কলম ধরার জন্য মনকে আরও বেশি উদ্দীপ্ত করেছে।

আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও দয়ায় এ সংক্ষিপ্ত কিতাবখানি লিখেছি। এর মধ্যে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। খতমে নবুয়ত বিষয়ক আয়াত ও হাদীস উভয়টি একসঙ্গে আলোচনা করেছি। কোরআন মাজিদের কোথাও কোনো কোনো বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইশারা আছে। বিশদ বর্ণনা নেই। হাদীসের মধ্যে সেটির পরিষ্কার আলোচনা ও স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এ জন্য দলিল-প্রমাণাদির ধারাবাহিকতায় প্রথমে কোরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে খতমে নবুয়ত সম্পর্কে ইঙ্গিত

রয়েছে। এর পর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে কোরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার স্পষ্ট বিশ্লেষণ ও আলোকপাত রয়েছে। আয়াত ও হাদীস একত্রে আলোচিত হওয়ার কারণে আহলে ইলম ও আহলে ফাহম এবং জ্ঞানী ও সচেতনদের জন্য করণীয় বিষয় জানা হয়ে যাবে। আয়াত ও হাদীস পাশাপাশি থাকার কারণে পাঠক ও পর্যবেক্ষকগণের কাছে এটিও পরিষ্কার হয়ে যাবে, হাদীস কীভাবে কোরআনে কারীমের তাফসির ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান :

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

আর আমি তোমার ওপর নাজিল করেছি কোরআন। যাতে তুমি মানুষদের স্পষ্ট করে দেও, যা তাদের প্রতি নাজিল হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[১]

শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী রহ. বলেন, কোরআনে কারীম যদিও আরবদের ভাষায় নাজিল হয়েছে, কিন্তু রাসূলের বয়ানের জরুরত ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন এ জন্য হয়েছে, সব কথার মধ্যেই কিছু না কিছু সংক্ষিপ্ততা থাকে। এ কারণে কিতাবসমূহের শরাহ এবং বইসমূহের ব্যাখ্যা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তরজমা করার প্রয়োজন হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়েত শুধু আসমানি কিতাব ও সহিফার মধ্যেই সীমিত ও সীমাবদ্ধ করেননি। বরং আমবিয়ায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকেও কিতাব ও সহিফার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। নবীগণ আসমানি কিতাবের সংক্ষিপ্ত বিষয়ের ব্যাখ্যাকারী এবং বয়ান ও বর্ণনা বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি।[২]

এ কারণে কোরআনের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তাফসির সেটিই, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে; যার ওপর কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য বোঝেননি! অথচ কাদিয়ানের এক নাদান ও বেকুব—আরবী ভাষাও যে

---

১. সূরা নাহল (১৬) : ৪৪
২. *আল-ইয়াওকিয়াতু ওয়াল জাওয়াহির* : ২/৩২

ভালোভাবে জানে না—সে কোরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে! নবীজির সাহাবারা পর্যন্ত আয়াতের মর্ম সব সময় বুঝে উঠতে পারতেন না। আর মিথ্যুক ধোকাবাজ ভণ্ড নবী-দাবিদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি এবং তার কোট-প্যান্টওলা অনুসারীরা কোরআনের আয়াতের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে!

হযরতুল উসতায আল্লামা কাশ্মিরি রহ. ইনতেকালের কিছুদিন আগে ফারসি ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব লিখেছেন, *খাতামুন নাবিয়্যিন*। এর মধ্যে তিনি কোরআন মাজিদের আয়াত দ্বারা 'খাতামুন নাবিয়্যিন'-এর আশ্চর্যজনক তাফসির ও তাশরিহ করেছেন। সুন্দর ও চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন। হযরতের কিতাবের নির্যাস ও সারকথাগুলো আমি এ কিতাবে নিয়ে এসেছি। আমার এ কিতাবটির নাম রেখেছি : *মিসকুল খিতাম ফি খাতমিন নাবুয়্যাতি য়ালা সাইয়্যিদিল আনাম*। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(مسك الختام في ختم النبوة على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم)

আল্লাহ তাআলার কাছে আশাবাদী, তিনি নিজ দয়ায় কিতাবটি কবুল করে নেবেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আর আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি, আপনিই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভি
ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান।
১২ রবিউল আউয়াল ১৩৭০

---

১. সূরা বাকারা (২) : ১২৭-১২৮